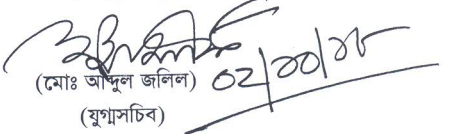


বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবেঃ

- (১) ট্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ সহ সকল আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- (২) কোন অবস্থাতেই এক খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না।
- (৩) বরাদ্দকৃত বিভাজন হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সেবা খাতের সরকারি পাওনা (যদি থাকে) বকেয়া দাবী পরিশোধ করা যাবে।
- (৪) ভ্রমণভাতা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখতে হবে; কোন বকেয়া রাখা যাবে না এবং প্রতিটি ভ্রমণের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং মে/১৮ মাস থেকে বকেয়াসহ পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের ভ্রমণ ব্যয় বিল নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা যৌক্তিক সময়ের মধ্যে ভ্রমণ ব্যয় বিল নিষ্পত্তি করবেন।
- (৫) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমসাময়িক সমতার ভিত্তিতে যথাসময়ে বিল ভাতা পরিশোধ করতে হবে।
- (৬) টেলিফোন, পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হতে হবে এবং ইউটিলিটি বিলসমূহ যথাসময়ে পাওয়া না গেলে তা সংগ্রহপূর্বক পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- (৭) সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রাপ্যতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- (৮) প্রতিমাসের ব্যয়কৃত অর্থের প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত


(মোঃ আব্দুল জলিল) ০২/০০/১৮
(যুগ্মসচিব)

পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)

ফোন : ৯৫৬৬৭১৪।